Lecture no -05+06

যুক্তিবিদ্যাকে কী কলা বলা যায়?

কলা বলতে বিধিবদ্ধ নিয়মকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে বুঝায়। কলার মতো যুক্তিবিদ্যা কতগুলো নিয়ম আবিষ্কার করে এবং তা আমাদের বাস্তব জীবনে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করে। সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে করতে সহায়তা করে। তাই যুক্তিবিদ্যাকে কলা বলা চলে। কলা শব্দের অর্থ পারদর্শিতা বা নিপুনতা।

যুক্তিবিদ্যা কী বিজ্ঞান?

যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞানের মতো সু-শৃঙ্খলীত এবং যুক্তিবিদ্যা। তার আলোচ্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য কতগুলো নিয়ম আবিষ্কার করে তাই যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায়।

যুক্তিবিদ্যা কি আদর্শনিষ্ঠ?

যুক্তিবিদ্যা কিভাবে চিন্তা করলে সমাজে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং কি কি বিষয় চিন্তা করা উচিত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়।

যুক্তিবিদ্যা কী বস্তুনিষ্ট?

আকারগত বিজ্ঞানের ন্যায় যুক্তিবিদ্যা সত্যতা বৈধতার যুক্তিবিদ্যা ও যুক্তির সত্যতা ও বৈধতা নির্ণয় করে। এই কারণে যুক্তিবিদ্যাকে আকারগত বিজ্ঞান বলে।

এ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম তাঁর অর্গানন গ্রন্থ যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

➪ এরপর মধ্যযুগে এসে আল ফারাবী, ইবনে রুশদ যুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

➪ আধুনিক যুগে এসে রেনেদেকার্ত, হেগেল, কান্ট প্রভৃতি দার্শনিক যুক্তিবিদ্যাকে পূর্ণতা দেয়।

➪ জর্জবুল প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা যুক্ত করলে যুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

Drowing By

Md.Sharifur Rahman Adil
B.A (hons) M.A (all 1st Class and position 3rd)
Department of Philosophy
Jagannath University – Dhaka

Lecture no 05+06 (Repeat)
Is logic a science of an arts or both and Logic as a normative science

কলা হিসেবে যুক্তিবিদ্যাঃ

কলা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন

১, দক্ষতা, সুনিপুনতা,পারদর্শিতা প্রভৃতি বুঝায়

২, বিশেষ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কলাকৌশলকে বুঝায়।

যেহেতু যুক্তিবিদ্যা যুক্তির সাধারণ নিয়মাবলীকে বা চিন্তা ও যুক্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের কলাকৌশলের জ্ঞান দান করে যা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য। তাই যুক্তিবিদ্যাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কলা বলা যায় ।

বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিদ্যাঃ

যুক্তিবিদ্যা মূলত একটি বিজ্ঞান কেননা,

ক, বিজ্ঞানের মত যুক্তিবিদ্যারও সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে।

খ, বিজ্ঞানের মত যুক্তিবিদ্যাও তার বিষয়বস্তুকে সুশৃঙ্খলভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করে।

গ, বিজ্ঞান যেমন সাধারণ নীতি প্রণয়ণ কওে আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ট কিছু সূত্র প্রবর্তন করে যুক্তিবিদ্যাও তেমনি অবৈধ যুক্তি থেকে বৈধ যুক্তিকে পৃথক করার জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে। তাই এসব দিক বিবেচনা করে যুক্তিবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান বলা যায়।

আবার প্রতিটি বিজ্ঞানই তার নিজ নিজ পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়কে শ্রেণীকরণ করে। যুক্তিবিদ্যাও সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণীকরণ নিয়ে আলোচনা করে । বিজ্ঞান তার নিয়ম কাঠামোর জন্য যুক্তিবিদ্যার উপর নিভর করতে হয়, আবার যুক্তিবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে তাই যুক্তিবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা হয়।

আর্দশনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিদ্যাঃ

বিজ্ঞান সাধারণত দুই প্রকার যথা- আর্দশনিষ্ঠ বিজ্ঞান ও বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান

আর্দশনিষ্ঠ বিজ্ঞানঃ কখন কি করা উচিৎ, বা কেমন হওয়া উচিৎ প্রভৃতি কে সামনে রেখে যে বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে তাকে আর্দশনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে যেমন- নীতিবিদ্যা

বর্ণনামূলক বা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানঃ যে বিজ্ঞান কোনো আর্দশ বিবেচনা না করে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো ঘঁনাসমষ্টি যেমন আছে ঠিক সেরকমই আলোচনা করে তাকে বিষয়নিষ্ঠ বা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বলে । যেমন্ মনোবিজ্ঞানের কোনো ঘটনা

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যুক্তিবিদ্যা হলো একটি আর্দশনিষ্ট বিজ্ঞান কেননা, সত্যে ও আর্দশের ভিত্তিতে যুক্তিবিদ্যা তার নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করে বাস্তবক্ষেত্রে মানুষের সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার অনূশীলন শিক্ষা দেয়।